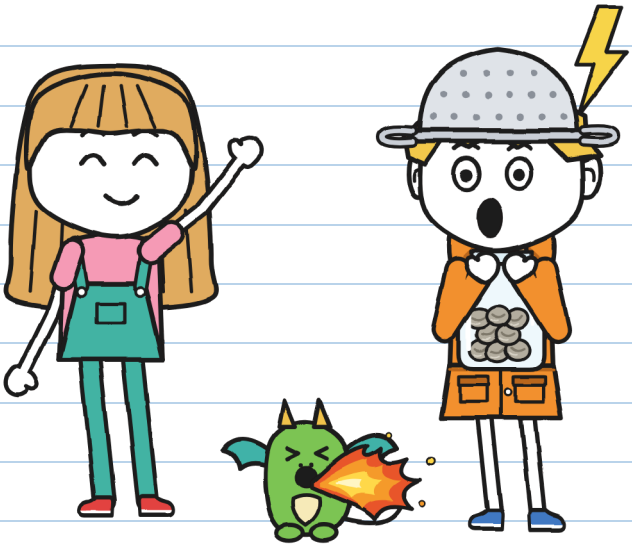
অসম্ভব ডেলিভারি · ২

মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

Lui Eriksson



(গুনির খাতা)

সাইজ L
উন্নত স্তর · ১১+

অসম্ভব ডেলিভারি · ২
মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

লেখা ও ছবি: Lui Eriksson

সাইজ L · উন্নত স্তর · ১১+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ Lui Eriksson · info@linguaula.com

ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের দ্বিতীয় বই। প্রথমটা: "এই পার্সেলটা কামড়ায়"।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এই বই লেখার সময় একটা মেঘের ডাকও চোট পায়নি। -হু.



আর কারও নয়। -হু.

যদি এটা তোমার হাতে পড়ে, মেঘ ডাকার আগে খুলো না।

শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায়, যা শুধু গল্পে ঘটে: তুমি এটা কোরো না। কয়েক পাতা জুড়ে থাকলে লেখা থাকে "এখান থেকে" আর "এখান পর্যন্ত"। সত্যিকারের ঝড়ে ৭৬ নম্বর পাতা দেখো। -হু.

কে কে



গুনি। শনিবারের ডেলিভারি-বয়। ঝড়-শিকারি (মোটামুটি)। এই খাতাটা ওর।



তুলিতা। বিদ্যুৎ-চমক আর মেঘ ডাকার মাঝের সেকেন্ডগুলো গোনে। সবুজ কালিতে লেখে আর "তু." নামে সই করে।



টুকরো। ড্রাগনের ছানা। গুনির সবকিছু নকল করে। সবকিছু।



তোনিও। বিজলির হয়ে সাইকেলে ডেলিভারি দেয়। দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে।



ফ্লোরা। ৯, খাল রোডের বাগানি। পাথরে সই করেন না।



ভেরা। ফ্লোরার বাড়ির পাশে ড্রাগনদের বাড়িতে ড্রাগনদের দেখাশোনা করেন। টুকরো ওঁর কাছে থাকে।



মায়া। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। মাথায় জাদুকরীর টুপি। যা বলেন, তার চেয়ে বেশি জানেন।



র.। যে পার্সেল কেউ পৌঁছে দিতে পারে না, সেগুলো পাঠান। কেউ ওঁর নাম বলে না।

ডেলিভারির খাতা ২
গুনির

অফিশিয়াল।

“অফিশিয়াল ”মানে আগে আমি পড়ব। অফিশিয়ালি। -হু.



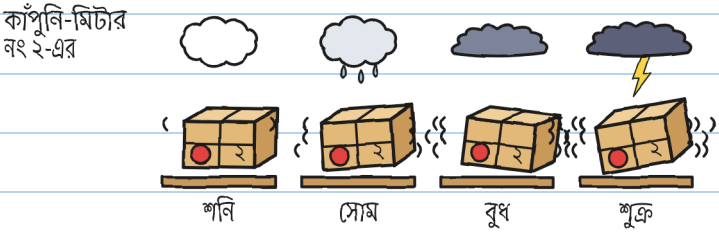
১ নম্বর খাতাটা শেষ: পুরোটা ভরে গেছে। এটা আমাকে দিয়েছেন মারা, দোকানের মালিক, মলাটে দোকানের সিলমোহর সমেত। উনি বলেন, অফিশিয়াল খাতায় আঁকাআঁকি করতে নেই। দেখা যাক।

অধ্যায় ১

ঝড়-শিকারি

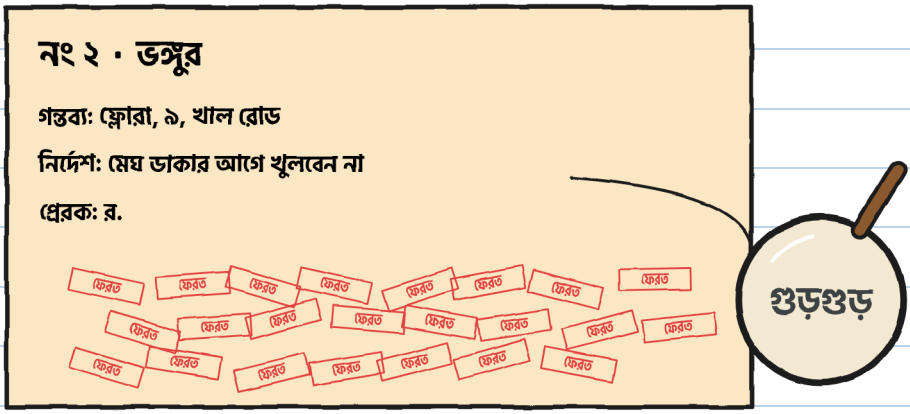
মারার দোকানে একটা পার্সেল কাঁপছে। গত শনিবার থেকে এমন চলছে, প্রতিদিন একটু একটু বেশি।
ঠিক করেছি ওটা ছোঁব না।
শেষ যেটা আমি আর হুলিতা পৌঁছে দিয়েছিলাম, সেটা ছিল একটা ডিম; এখন সেটা টুকরো নামের এক ড্রাগনের ছানা, যে আমার সবকিছু নকল করে।

আমার বাড়ির উল্টোদিকের দোকানে উনিশটা ফেরত পার্সেল এখনও বাকি। আর তার একটা যেন অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।



ভয়ে কাঁপছে না: ঝড় আসছে বলে কাঁপছে। শনিবার, বিকেল ছয়টায়। আবহাওয়ার খবরে আমি ছয়বার দেখে নিয়েছি। -হু.

ফেরত পার্সেল হলো সেই পার্সেল, যেগুলো সবসময় ফিরে আসে: যে নেয়, সে যদি লেবেলে এমন কালিতে সই না করে যা মোছে না (হুলিতার সবুজ মার্কারের কালির মতো), তাহলে ভোর হলে ওগুলো উড়ে নিজের তাকে ফিরে যায়। সবগুলো পাঠান একই মানুষ: র.



২ নম্বরে তেইশটা "ফেরত" সিলমোহর ছিল।

তেইশ। আমি দুবার গুনে দেখেছি। -হু.

"তেইশ বার আমি নিজে এটা পৌঁছে দিতে গেছি," মারা বললেন। "আর একবারও ঝড়ের মধ্যে নয়।"

শনিবার দশটায় মারা কাউন্টারে ২ নম্বর পার্সেলটা হাতে নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তোনিও ওখানেই ছিল: প্রতি শনিবার আমরা তিনজন দোকানে শাস্তি ভোগ করি, ১ নম্বরটা অনুমতি ছাড়া পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

"এটা," মারা বললেন, "তোমরা পৌঁছে দেবে। আজ বিকেলে।"



হুলিতা এত বড় এক লাফ দিল যে প্রায় "বাকি ১৯" লেখা সাইনবোর্ডটা ছুঁয়ে ফেলল।

মারা তিনটে শর্ত দিলেন, আঙুলে গুনে গুনে:

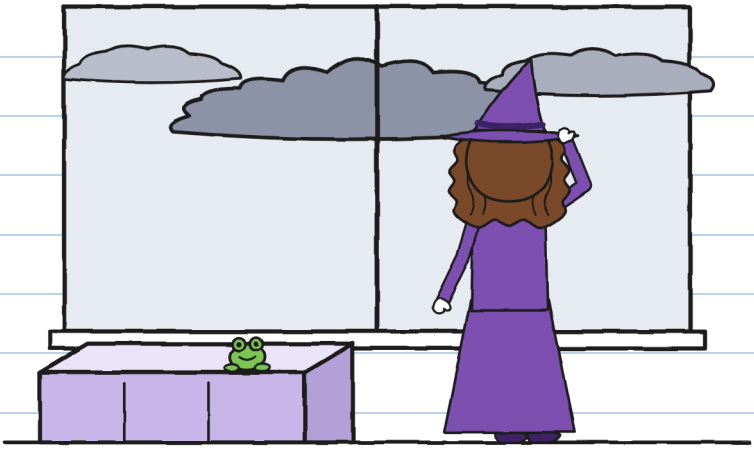
১. ঝড় আসার আগে, পাঁচটায় তোমরা রওনা দেবে, আর ঝড় না থামা পর্যন্ত ফ্লোরার বাড়িতে থাকবে।

২. তোমাদের বাড়ির লোকেরা জানে, ফ্লোরাও জানেন।

৩. নিয়মটা লেবেলেরই: মেঘ ডাকার আগে খোলা যাবে না। আর সেই ডাক হতে হবে মাথার ওপরের: দূরের ডাক ধরা হবে না।

"আর তুমি যাচ্ছ না?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

"আমার এখানে কাজ আছে," মারা বললেন, আর দোকানের জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন, যেটা ধূসর হয়ে আসছিল।



কী কাজ? -হু.

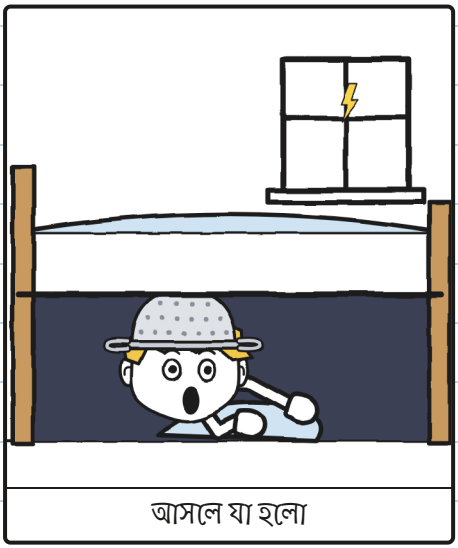
তারপর হুলিতা আমার দিকে তাকাল।
"তোমার ঝড় ভালো লাগে?"

আর আমি সেটাই বললাম, যা সবাই বলে যখন কেউ ওভাবে তাকায়:

"খুব ভালো লাগে। আমার আগের পাড়ায় আমি প্রফেশনাল ঝড়-শিকারি ছিলাম।"



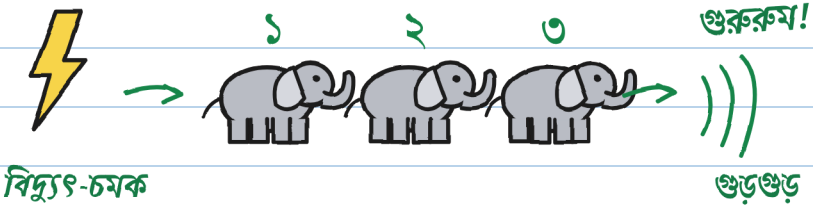
আমি যা বললাম



আসলে যা হলো

খাটের তলার প্রফেশনাল। -হু.

হুলিতা আমাকে শেখাল কীভাবে ঝড় গুনতে হয়। আমার খাতাতেই, অনুমতি না নিয়ে, যথারীতি:



এক হাতি, দুই হাতি, তিন হাতি...

১ হাতি = ১ সেকেন্ড

৩ হাতি = ১ কিলোমিটার (মোটামুটি)

০ হাতি = ঠিক মাথার ওপর!

↑ ওটাই লেবেলের মেঘের ডাক।
দূরের ডাক পার্সেল খোলে না।

আরও হাতি: ওই বাজ আরও দূরে পড়েছে।

মেঘের ডাক শুনলে, দূরের হলেও: নিরাপদ জায়গায় চলো!

যা জানা, তাতে কম ভয় লাগে। -হু.

আমার কিছু গোনার দরকার ছিল না, কারণ ঝড় আমার খুব ভালো লাগে। তবু লিখে রাখলাম, যদি কাজে লাগে।

তোনিও কাঁধের ওপর দিয়ে লেবেল পড়ে ছোট লেখাটা দেখাল।
"বিজলি ঝড়ে ডেলিভারি দেয় না।"
"এখনও তো ঝড় নেই," হুলিতা মনে করিয়ে দিল।
তোনিও আবার পড়ল। "এখনও"-র কথা ওতে নেই। আর সে আমাদের সঙ্গে চলে এল।

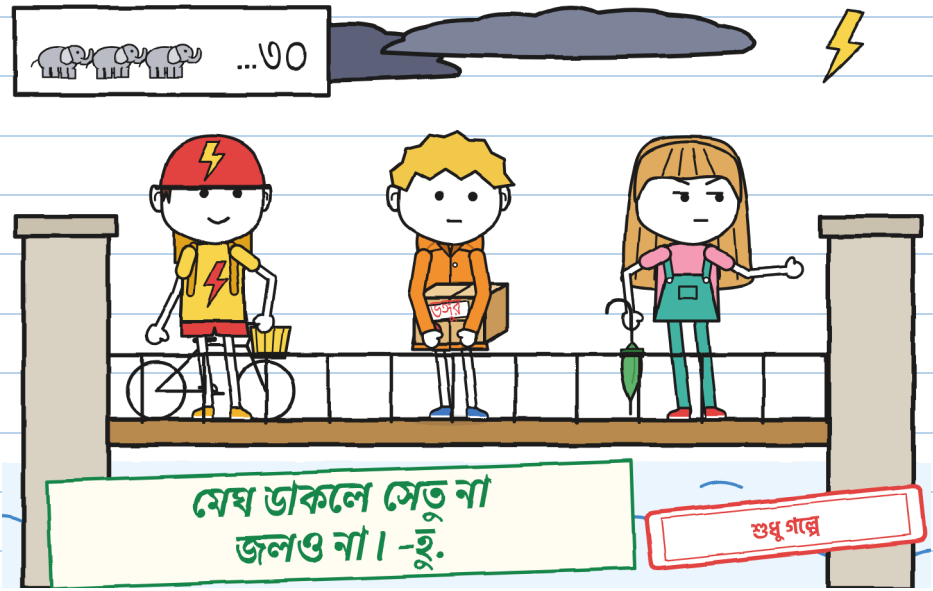


ছোট অক্ষরের লেখা, বড় অজুহাত। -হু.

পাঁচটায় রাস্তা পেরিয়ে নিজের বাড়ি গেলাম রেনকোট আনতে।
"কমলা রঙেরটা পরো," দরজা থেকে মা বলল। "তুমি ঠিক যেতে চাও? মেঘ ডাকলে তো তুমি..."
"টা-টা, মা!"

"মেঘ ডাকলে তো তুমি..." কী? -হু.

আমরা বড় সেতু পার হলাম, যেটা রাতে নৌকা যাওয়ার জন্য তুলে দেওয়া হয়, আকাশ তখন ক্রমেই আরও কালো হচ্ছে। মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় হুলিতা খুব গম্ভীর মুখে জলের দিকে হাত নাড়ল: খালের সঙ্গে ওর বনিবনা নেই।



অনেক দূরে আকাশ জ্বলে উঠল। কিছু শোনার আগে হুলিতা তিরিশ হাতি গুনল।

গুরুরুম।

"ওই বাজটা পড়েছে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে," সে বলল।

"আবহাওয়ার খবর বলছে, ঝড় আসবে ছটায়।"

"মেঘ ডেকেছে!" তোনিও বলল। "এবার খোলা যায়?"

"ওটা পার্সেল খোলে না," হুলিতা বলল: "লেবেলের মেঘের ডাক হলো সেটা, যেটা বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে একসঙ্গে বাজে, শূন্য হাতি। কিন্তু ও শোনা যাচ্ছে, তাতেই যথেষ্ট: নিরাপদ জায়গায় চলো!"
আমরা খাল রোড পর্যন্ত দৌড়ে গেলাম। আমি এমন ভান করলাম, যেন কোনো মেঘের ডাক শুনিইনি।

"ওটা কি হিক ছিল?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"না," আমি বললাম। "হিক!"



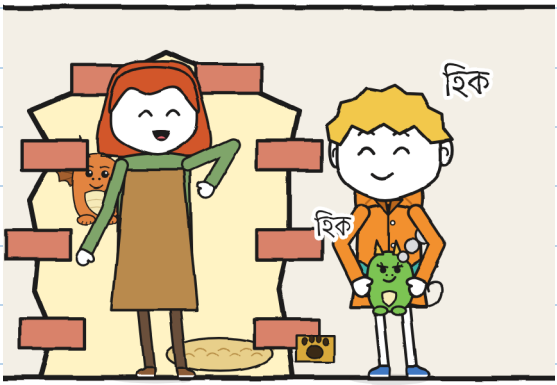
ছোটবেলা থেকেই আমার এটা হয়, কিন্তু শুধু মেঘ ডাকলে: প্রতিটা মেঘের ডাকে হেঁচকির একটা ঝাঁক, তিন সেকেন্ডে একটা করে, আর মাথার ওপর ঝড় থাকলে আমি থামতেই পারি না। এটা ভয় নয়। এটা আমার শরীর আমাকে না জিজ্ঞেস করেই করে।

এটার নাম ভয়। -হু.

ভেরা ততক্ষণে ড্রাগনদের বাড়ির দরজায় আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন, ফ্লোরার দরজার গা ঘেঁষে, কোলে টুকরো: প্রতি শনিবার টুকরো আমার সঙ্গে বেড়াতে যায়।

"শুধু ফ্লোরার বাড়ি পর্যন্ত: ওর এটাই প্রথম ঝড়," ভেরা বললেন, আর ওকে আমার কোলে দিয়ে দিলেন। "ও তোমার সবকিছু নকল করে, গুনি। তুমি যা অনুভব করো, তা-ও। ও ভয় পেলে ওকে টেনো না: ও আঁকড়ে ধরে। ঝড় থামলে পাঁচিলে তিনবার টোকা দিও, আমি এসে নিয়ে যাব।"

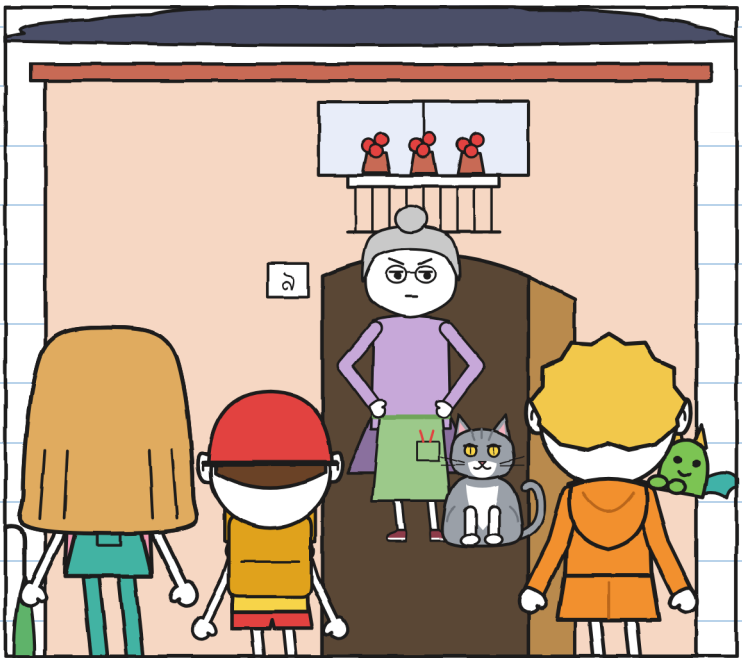
"আমি কিছুই অনুভব করি না," আমি বললাম। "ঝড় আমার খুব ভালো লাগে।"



দূরে মেঘ ডাকল। আমার হিক উঠল। টুকরোরও হিক উঠল, আর ওর নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরোল।

"ভেতরে, এক্ষুনি," ভেরা বললেন।

ফ্লোরার বাড়ি হলো জেরানিয়ামওয়ালা বাড়িটা: দুই শনিবার আগে আমরা যখন ড্রাগনদের বাড়ির দরজা খুঁজছিলাম, তখন যে বারান্দা থেকে এক ভদ্রমহিলা আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, সেটাই। ওই দরজাটা দেখতে দেয়ালের মতো।



ফ্লোরা আমরা কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে দিলেন। বাক্সটার দিকে তাকালেন। আকাশের দিকে তাকালেন। টুকরোর দিকে তাকালেন। "ভেরার ছানা। আমার ফার্নগুলো যেন পুড়িয়ে না দেয়," তিনি বললেন। "ভেতরে এসো, বৃষ্টি আসছে। তবে বলে রাখছি: আমি পাথরে সই করি না।"

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এর পাতা আর ছবি একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1
হুলিতা সাত নম্বর বীজটা ধরছে।

সাইজ XS · A1
মেঝেতে একটা বীজ পড়ে ছিল। হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ S · A2
আরেকবার বিদ্যুৎ-চমক: মেঝেতে মাত্র একটা বীজ। হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ M · B1
পরের বিদ্যুৎ-চমকে দেখা গেল, মাত্র একটা বীজ পড়ে আছে, আর হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ L · B2
আবার বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখা গেল, মেঝেতে মাত্র একটা বীজ পড়ে আছে, আর হুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

যে যার সাইজে। একই ঝড়। –হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো